দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 18 MAY 2003
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

বিসিএস-এ এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় ৪৫% নম্বর ব্যবস্থা বাতিল করুন

আমি এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় যথাক্রমে ৮০৬ ও ৬২৭ নম্বর পেয়েছি। কিন্তু অসুস্থতার কারণে এইচএসসি পরীক্ষায় ইংরেজীতে ৪৫% নম্বর পাইনি। পিএসসি'র সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমি পঁচিশতম বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারছি না। কারণ, পঁচিশতম বিসিএস পরীক্ষা দিতে হলে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় পৃথক পৃথকভাবে বাংলা ও ইংরেজীতে ৪৫% নম্বর পেতে হবে বলে পিএসসি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পিএসসি এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বলে জানায়।

শিক্ষা জীবনের শুরু থেকেই প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা হওয়ার স্বপ্ন লালন করে আসছি এবং সে অনুসারেই নিজেকে গঠন করে আসছি। এইচএসসি পরীক্ষায় অসুস্থতার কারণে ইংরেজীতে আমি ৪৫% নম্বর না পেলেও বর্তমানে আমি অনর্গল ইংরেজীতে কথা বলতে ও লিখতে সক্ষম। পিএসসি'র দৃষ্টিতে আমি কি ইংরেজীতে একেবারেই অদক্ষ? কারণ উনারা তো বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। যারা পঁচিশতম বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন তারা কীভাবে বাংলা ও ইংরেজীতে দক্ষতা বৃদ্ধি করবে এটা পিএসসি'র কাছে আমার প্রশ্নঃ তারা কি আবার অতীতে ফিরে গিয়ে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা দিয়ে বাংলা ও ইংরেজীতে দক্ষতা বৃদ্ধি করে আসবে?

বাংলা ও ইংরেজী ভাষার প্রতি যদি পিএসসি বিশেষ দৃষ্টি দিতে চান তাহলে বিসিএস প্রিলিমিনারী পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজীতে নির্দিষ্ট (উচ্চ) পাস নম্বরের ব্যবস্থা করুন। এতে করে যারা বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন তারা বাংলা ও ইংরেজী বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে বাধ্য হবেন। একমাত্র তাহলেই বাংলা ও ইংরেজীতে দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং সত্যিকারের মেধা যাচাই হবে।

আমি এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় স্টার মার্কস ও প্রথম বিভাগ পেয়েও অসুস্থতার কারণে কোন একটি বিষয়ে খারাপ করার জন্য আজ স্বপ্নের বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণেরই সুযোগ পাব না- এটা কি আমাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে না? এটা কি সত্যিকারের মেধা যাচাই? পিএসসি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছে এটাই আমার প্রশ্ন- জবাব দেবেন কি?

মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম,
১১১ সিরাজ-উদ্-দৌলা হল,
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,
শেরেবাংলানগর, ঢাকা ১২০৭

২৫তম বিসিএস-এ নতুন পদ্ধতি যে কারণে যৌক্তিক নয়

দেশের সিংহভাগ ছাত্রের ইচ্ছে সরকারী চাকরির সবচেয়ে সম্মানিত বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যা ২৪তম বিসিএস-এর রেকর্ডসংখ্যক অংশগ্রহণ প্রমাণ করে। কিন্তু পিএসসি'র নতুন সিদ্ধান্তে বৃহৎসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী বিচলিত। নতুন নিয়মে এসএসসি এবং এইচএসসি'তে বাংলা ও ইংরেজীতে পৃথক পৃথকভাবে ৪৫% নম্বর থাকতে হবে। কারণ হিসেবে ভবিষ্যতে দক্ষ কর্মকর্তা তৈরীর দিকে নজর দেয়া। কিন্তু এসএসসি ও এইচএসসি'র পর মাস্টার্স পর্যন্ত কয়েক বছর সময়ে একজন শিক্ষার্থী ভাষা জ্ঞানে যথেষ্ট দক্ষ হয়ে উঠতে পারে। আমি ১৯৯৬ সালের এইচএসসি'র পরীক্ষার্থী ছিলাম। সেবারই প্রথমবারের মত সারাদেশে একই প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা হয়। যার ফলস্বরূপ সর্বকালের রেকর্ড ভেঙ্গে মাত্র ২২% পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়। প্রশ্নপত্র ট্রাডিশনাল না হওয়ায় আমিও ৪৫% নম্বর ইংরেজীতে উঠাতে ব্যর্থ হই। পিএসসি'র বর্তমান সিদ্ধান্তের কথা তখন জানা থাকলে আরেকবার এইচএসসি পরীক্ষা দিতাম। কিন্তু বর্তমানে এর আর অবকাশ নেই। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের জন্য বর্তমানে (২৪তম বিসিএস) পররাষ্ট্র ক্যাডার প্রথম পছন্দ দিয়েছি। কিন্তু ২৫তম বিসিএস-এ পরীক্ষা দেয়ার যোগ্যতা নেই। হঠাৎ করে কি নির্মম পরিহাস! পিএসসি দয়া করে ব্যাপারটি একটু ভাববেন কি?

আহসান হাবীব,
৩১৫ এএফ রহমান হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২৫ তম বিসিএস পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজী প্রসঙ্গে

বলা হয়েছে, ২৫তম বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের এসএসসি ও এইচএসসিতে বাংলা, ইংরেজীতে আলাদাভাবে ৪৫% নম্বর থাকতে হবে। অনেক ছাত্র আছে যারা দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে, তাদের আলাদাভাবে বাংলা ও ইংরেজীতে ৪৫% নম্বর নেই। এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএ অনার্স গ্রুপের জন্য বাংলায় ১০০ ও ইংরেজীতে ১০০ নম্বরের Foundation course নামে একটি কোর্স চালু রয়েছে যা কলা বিভাগের ছাত্রদের জন্য বাধ্যতামূলক। দেশের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এরকম কোন বাধ্যতামূলক। (বাংলা, ইংরেজী) বিষয় নেই। তাই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উচিত বিসিএস-এ বাংলা ও ইংরেজীর ৪৫% এতে পরিবর্তে ৪০% করা।

ফরিদ, জিতু,
২২ জহুরুল হক হল, ঢাঃ বিঃ।

পিএসসি'র এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হোক

গত ১০ মে পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারলাম, পিএসসি প্রতি বছর বিসিএস পরীক্ষা গ্রহণের জন্য ১২ দফা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং তা বার্ষিক প্রতিবেদনে পেশ করেছে। তার মধ্যে একটি এসএসসি ও এইচএসসি-তে যারা বাংলা ও ইংরেজীতে পৃথকভাবে ৪৫% নম্বর পেয়েছে তারা বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে। পিএসসি'র মত একটি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে এমন সিদ্ধান্তে আমরা চরমভাবে হতাশ।

পিএসসি একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। এর অন্যতম প্রধান কাজ সমাজের সব শ্রেণী থেকে ধর্ম-বর্ণ নির্বশেষে প্রকৃত যোগ্যতাসম্পন্নদের সরকারী পদের জন্য মনোনীত করা। এতদিন গ্রাজুয়েশনধারীদের যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য সুযোগ দেয়া হত। যার ফলে প্রকৃত মেধাবী যোগ্যতা সম্পন্নরাই চাকুরীর জন্য মনোনীত হত। তারা যে সবাই সর্বোচ্চ রেজাল্টধারী এবং বাংলা-ইংরেজীতে ৪৫% নম্বরধারী তা কিন্তু নয়, তবে তারা প্রকৃত মেধাবী।

তুলনামূলকভাবে প্রতিবছর প্রতিযোগীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে, যা সুষ্ঠু ও প্রতি বছর পরীক্ষা সম্পন্ন করার পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতি বছর প্রতিযোগীর সংখ্যা বাড়ছে এবং আরও বাড়বে এটা খুবই স্বাভাবিক। শিক্ষার হার বেড়েছে, উচ্চ শিক্ষার সুযোগ এখন মানুষের দোরগোড়ায় পৌছেছে, পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় মানুষ এখন সচেতন। পক্ষান্তরে কর্ম সংস্থানের সুযোগ নিতান্তই কম। সরকারি অফিসে দেড় লাখের মত পদ শূন্য পড়ে আছে। দীর্ঘদিন পিএসসি'র নিয়োগ কার্যক্রম বন্ধ ছিল। দু'তিনটি বিসিএস-এর নিয়োগ প্রক্রিয়া এখনও সম্পন্ন হয়নি। এমতাবস্থায় পিএসসি নিয়োগ পদ্ধিকাকে গতিশীল ও এক বছরের মধ্যে একটা বিসিএস সম্পন্ন করার মানসে ৪৫% নম্বরের ফাঁদে ফেলে এক বিশাল অংশকে তাদের যোগ্যতা যাচাইয়ের ন্যূনতম অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় তবে সেটা হবে অনৈতিক ও অন্যায্য।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সরকারি কর্মে গতিশীলতা আনার জন্য বাংলা-ইংরেজী জ্ঞানে দক্ষ প্রার্থী যাচাই অপরিহার্য। যার ফলে এসএসসি ও এইচএসসিতে বাংলা-ইংরেজীতে ৪৫% নম্বর ধারীদের সুযোগ দেয়া হবে। ভাষাজ্ঞানের গভীরতা নিরূপণে ৪৫% নম্বরকে সীমায়িত করা কতটা যৌক্তিক? কোন কারণবশত যে কেউই যে-কোন একটিতে ৪৫% নম্বর নাও পেতে পারে। সেটা খুবই স্বাভাবিক। তার অর্থ এই নয় যে, তার ভাষা জ্ঞান নেই। এই ফাঁদে পড়ে চারটি প্রথম শ্রেণীধারীরাও বঞ্চিত হবে। গভীর ও দক্ষ ভাষা জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও অনেকেই তা প্রমাণ করার সুযোগ পাবে না। নকলের জোরে অথবা মুখস্থ বিদ্যার (যা একপ্রকার নকল) জোরে ৪৫% নম্বর পেয়েই কেহ গভীর ভাষাজ্ঞানের অধিকারী হয়ে যায় না। এসএসসি ও এইচএসসি'র ফলকে গুরুত্ব না দিয়ে, সবশ্রেণীর ভিতর থেকে পিএসসিই প্রকৃত ভাষা জ্ঞানীদের নির্বাচিত করুক। সেক্ষেত্রে তারা পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন করে বাংলা-ইংরেজীর ওপর অধিক গুরুত্ব দিতে পারে।

এটা স্পষ্ট যে, এ নিয়ম প্রযোজ্য হলে একটা বিশাল অংশ বিসিএস পরীক্ষায় বসতে পারবে না। তারা ন্যূনতম যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগটুকুও হারাবে। যা অবিচারের সামিল এবং অমানবিক।

বিসিএস পরীক্ষায় যারা অংশ নেয়, তারা সবাই যে ভাল করতে পারবে না, তা জেনেই নেয়। সেখানে তাদের একটা সান্ত্বনা থাকে-তার চেয়ে অধিক মেধাবীরাই ভাল করেছে। অন্ততঃ যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগটুকু থাকে-এবার তাও কেড়ে নেয়া হল।

পিএসসি এবং সরকারের কাছে জোর দাবী জানাচ্ছি-এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হোক।

জাহাঙ্গীর আলম, ওসমান,
হেলাল, সাখাওয়াত,
ঢাকা কলেজ।

পিএসসির এ কেমন সিদ্ধান্ত?

আমি একজন বিসিএস পরীক্ষার্থী হিসেবে সুষ্ঠু পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে নিয়োগ পাব বলে দীর্ঘ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি। কারণ আমি দেশের একটি স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাংলা বিষয়ে অনার্স মাস্টার্সসহ সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করেছি এবং সরকারী ক্যাডার হিসেবে যোগদান করব বলে মনস্থির করে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। কিন্তু গত ৯ মে, ২০০৩ তারিখে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় জানতে পারলাম যে, পিএসসি তাঁর নিয়োগ বিধি সংশোধন করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যারা বাংলা ও ইংরেজী বিষয়ে ৪৫ শতাংশ নম্বর পেয়েছে তাদেরকে ২৫তম বা তার পরবর্তী বিসিএস পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে বলেছে। এত বিশাল একটি পরীক্ষায় উক্ত ১০ বৎসর আগের ফলাফল কি ভূমিকা রাখবে তা আমি বুঝতে পারছি না। আমি উক্ত সিদ্ধান্তের রোষাণলে পতিত হয়ে চরম হতাশায় ভুগছি। কারণ আমার অন্যান্য বিষয়ে যথেষ্ট নম্বর থাকা সত্ত্বেও ইংরেজীতে মাত্র ১ নম্বরের জন্য আমি উক্ত পরীক্ষার যোগ্য হচ্ছি না। আমার সাথে সাথে আমার অভিভাবকরাও আজ চরম হতাশায় ভুগছে। তাই মাননীয় পিএসসির চেয়ারম্যান মহোদয়ের কাছে আকুল আবেদন, তিনি যেন পূর্বের নিয়োগ বিধি অক্ষুণ্ন রাখেন এবং আমাকে ও আমার মতো অন্যদের ২৫তম বিসিএস পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের সুযোগ দান করবেন।

জিয়াউর রহমান,
সূর্যসেন হল,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।